নবরাহা !

(পঞ্চরং)

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

(১৭ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে)
শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীমঘোষের লেন
গ্রেট ইডিন্ প্রেস
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১লা জানুয়ারী ১৮৯৭।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

পঞ্চরংয়ের পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মা।

বিষ্ণু।

মহাদেব।

নন্দী।

কলি।

অনাচার।

মহামারী।

স্ত্রী।

ভগবতী

মদিরা।

দুর্ভিক্ষ।

সুরুচি।

সুনীতি।

কৃষকগণ, স্ত্রী ও পুরুষগণ, ইংরাজ ডাক্তার, ফাঁড়িদার, জনৈক যুবক, ব্রাহ্মণগণ, জনৈক মাতাল, সহর-কোতোয়াল, পাহারাওয়ালা প্রভৃতি।
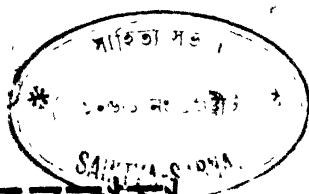
নবরাহা

বা

যুগ-মাহাত্ম্য।

প্রথম দৃশ্য।

কাশী—কুঞ্জকানন।

(কলির প্রবেশ)

কলি। জ্বালাতন হলেম জ্বালাতন হলেম! কেন মরতে রাজ্যের ভার নিয়েছিলেম! একদণ্ড অবসর নেই যে একবার স্থির হয়ে খানিক বসি। যে দিক না দেখব, সেই দিকে হুয়ো কুয়ো উঠে ধর্ম্মের ডঙ্কা বেজে ওঠে। আমার পাত্র মিত্র কর্ম্মচারীগুলো বড় নাকারা, কেবল বসে বসে খাচ্ছেন আর ভুঁড়ি বাড়াচ্ছেন। বেটারা দিনের বেলা কেবল দাবা পাশা তাস খেলে সময় কাটায় আর রাত্রি হ'লে যো যুবতী ও মদের ফোয়ারা উঠিয়ে হৈচৈ করে মেতে বেড়ায়। রাজ্যে কোথায় কি হচ্ছে, তার কোন খবরই রাখেনা। ভগবান্ আমার ঘাড়ে রাজ্যের ভার দিয়ে কেবল বিড়ম্বনা করেছেন, আমি একা মানুষ, কদিক্ সামলাই!

(আলুথালুবেশা রক্তাম্বর পরিধানা মদিরার প্রবেশ)

(গীত)

মদিরা।— মাথায় হাত দিয়ে প্রাণনাথ,
বল মোরে সত্য করে।
কেন রাতদুপুরে আমোদ ছেড়ে,
এলে ঘোর বাদাড়ে উষ্ম করে॥

(অঘোরপন্থীবেশী অনাচারের প্রবেশ)

অনাচার।— লয়ে এই মোর প্রাণসজনি,
সেবি তোমায় রাজা দিন যামিনী,
দিচ্ছি ছারেখারে ভারতেরে,
বিলাতী আমদানির জোরে॥

(জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষের প্রবেশ)

দুর্ভিক্ষ।— সবার খাবার পাট করেছি লোপাট,
ঘুচিয়ে দিছি মালসাট্,
ক্ষিদেয় আকুল হয়ে বাতুল,
কচ্ছে চাদ্দিকেতে মার্ কাট্,
খেলেছি বড় মজা এবার রাজা,
ধরা রাণীর শস্য হরে।

(জটাধারী রক্তমূর্ত্তি দণ্ডহস্তে মহামারীর প্রবেশ)

মহামারী।—করে নানা যোগাড় মহামার,
কচ্ছি রাজা প্রজা সাবাড়,
দেখাব কেরামতে দিন দুয়েতে,
ভারতে একাকার করে॥

সকলে।— রাজা রাজড়ার ঘরে ঢুকে,
ভাগিয়েছি সে ধর্ম্মটাকে,
তাদের খানা খাওয়াই, হাসাই নাচাই,
ম্লেচ্ছ ম্যামের হাত ধরে॥

কলি। তোরা সকলে তা গুছিয়ে গাছিয়ে এক রকম তুলছিস বটে, কিন্তু এখনও ঘরে ঘরে অন্দর মহলে ধর্ম্মের জোর ভাদ্‌রে গাঙ্গের সাঁড়াসাঁড়ি বাণের মতন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে! যদি ফিকির করে ছড়াঝাঁট বাসিপাট করা কাঠকুড়ুনীদের অন্দরের বাইরে আনতে পারিস, যদি তাদের বারব্রত পূজো অর্চ্চা উঠিয়ে দিয়ে নূতন ফ্যাসান ঢুকিয়ে দিতে পারিস, তাহলে জানলুম আমার রাজত্ব করবার পোক্ত বনেদ হ'ল, আমি তার উপরে হেলায় রেক্তার গাঁথনি তুলতে পারব।

সকলে। (পরস্পরে) এইবার সারলেরে বড় শক্তাশক্তি ব্যাপার!

অনাচার। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গোতে মাথা করে হেঁট!" কেন বাবা, শক্ত কিসে? যদি সুরুচিকে কৌশলে বশে আনতে পারি, ভারতের সুনীতিকে

উড়িয়ে নিয়ে পিট্টান দেব! আমি বিলাতী সভ্যতার চকচকে বেশ পরে এখনি তাদের মুণ্ডপাত করতে চল্লেম।

কলি। কুম্ভের মেলায় তারা হরিদ্বারে স্নান করবার জন্যে বেরিয়েছে, আজ কাশীতে এসে উপস্থিত হয়েছে, পঞ্চকোশী করে শেষ রাত্রে কেদারঘাটে নাইতে আসবে, বাগিয়ে জুগিয়ে তুই তাদের আমার কাছে হাজির করে তোর জহুরীপণা দেখাদেখি।

অনাচার। যথা আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখনি চল্লেম।

[প্রস্থান।

কলি। তোমরা সকলে তৎপর হয়ে পুণ্যভূমিকে উৎসন্ন দাওগে, তাহলে আমাব পরম শত্রু ধর্ম্মের পৃথিবীতে আর দাঁড়াবার স্থান থাকবে না।

[অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

তিনি দেবতাদের সঙ্গ নিয়ে, পৃথিবীর সকল স্থান খুঁজে খুঁজে, এই কাশীধামে আসন পাতবার যোগাড় করেছিলেন। আমি যেমনি সন্ধান পেয়েছি, অমনি সদলবলে তাঁকে তাড়িয়েছি, এখন শুনছি মেয়েগুলোর আবদারে ছেলে সেজে, আঁচল ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। অনাচার যদি একবার ঐ মেয়ে-গুলোকে ফাঁসায় ফেলতে পারে, তাহলে বাবাজীর আর লক্ষ্য-স্থল থাকবে না। যাই, এখন রাজপুরুষদের কাঁধে ভর করে রাজায় প্রজায় মনান্তর বাধিয়ে দেবার যোগাড় করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশী—কেদার ঘাট।

সুরুচি।

(গীত)

ছি ছি ছি দেশাচারের মুখে ছাই।
ঘর কন্না রান্না বান্না, মনে আর লাগেনা ভাই॥
অন্দরেতে বন্ধ থেকে, হয়েছিল প্রাণ জ্বালাতন,
মেলায় নাইতে এসে মনের আশে
পথে পথে কচ্ছি ভ্রমণ,
ফাঁকায় এসে ফ্যাসান দেখে,
ইতি উতি যেতে চায় মন—
ইচ্ছা করে গাউন পরে,
ম্যামের মতন বেড়িয়ে বেড়াই।
নিমুরুদে গোমড়ামুখো ভাতারে আর রুচি নাই॥

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি।— (গীত)

আমি চাইনেক লো বিবির বেশ।
ছড়া ঝাঁট আর ঘর নিকোনোয় আছি বেশ॥
করে রান্না বান্না মনের সুখে,
দিয়ে দশপাতে ভাত হাস্য মুখে,

কাটাই স্বামী সেবায় পরম সুখে,
পাইনাত লো কোন ক্লেশ ॥

সুরুচি।— (গীত)

সুনীতি তোর ও সুনীতি কে শুনতে চায়।
সখের প্রাণে সাধ মেটেনা, অন্দরে বদ্ধ থাকায় ॥
দেখে কাঁচা পাকা ফাঁকায় এসে,
ঢেঁকির বাঁকা মুখ কে ভালবাসে,
উল্লাসে মন হেসে হেসে যায়লো ভেসে,
মজতে হাল ফ্যাসানের ধরণ ধাঁচায় ॥
পাখী হতেম ডানা পেতেম,
ফস্ করে ভাই উড়ে যেতেম,
ধরে নবরাহা প্রাণ জুড়াতেম,
লয়ে নতুন ঢংয়ের নাগরচাঁদায় ॥

(শূন্য হইতে পাশ্চাত্য সভ্যবেশে অনাচারের অবতরণ)

অনাচার।— (গীত)

Oh ! Don't you weep, don't you weep !
Wipe off tear, sweet dear !
I come in haste, from the far West,
To reform your taste, don't you fear !
Pause not, blush not to kiss me quick.
Embrace, enjoy, sweet love ! speak, speak.

I'm fond of the sex that is weak and meek,
Let me lick the sweet honey from your rosy cheek.
I come to dispel your harrow, to soothe your sorrow
And make you cheer,
Play polo with you, dance and sing
And soar high on the air—
Evening and noon, enjoy honeymoon
I'll lead you to London Fancy Fair !

(সুরুচিকে লইয়া তিরোভাব)

সুনীতি। ওমা কি হ'ল কি হ'ল! এ কে এল? সুরুচিকে নিয়ে কোথা গেল? ধর্ম্মকর্ম্ম জাতজন্ম সব গেল সব গেল! যাই যাই, পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শান্তিপুর—রাজপথ।

(ব্যাঘ্রচর্ম্মের ফতুয়া গায়ে ও পাঞ্জাবী পাগড়ী মাথায় মহাদেব, বেনারসী গাউন ব্রাঙ্কিকা ক্যাপ্ ইয়ারিং কাণে ভগবতী ও তল্পী স্কন্ধে নন্দীর প্রবেশ)

ভগবতী। আমি তো আর হাঁটতে পারিনি। খপিশ ভাঙ্গড়ের আচাভুয়া আবদার শুনতে শুনতে চিরকালটা জলে মলেম। বটঠাকুর ঠাকুরপো দিব্যি কলের গাড়ী চড়ে কলকেতা সহর দেখতে গেল, আমাকে ইনি রেলে চড়লে

বে-আবরু হব বলে পাঁওদলে বনবাদাড় ভাঙ্গিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি কোন্‌কালে কবে হেঁটেছি? বনবাদাড় রপ্‌টে কাঁটা খোঁচা লেগে পাদুটো একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। নন্দী! তুইও বাছা বড় বোকা, যদি বুড়ো ষাঁড়টা জুতে আনতিস তাহলে এত পেরেসান হতে হত না।

নন্দী। কি করব মা! বাবা যে মানা করলেন, আমি ওঁর হুকুমতো ওদল করতে পারিনি, কাজে কাজেই ষাঁড়টাকে চরে খেতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

মহাদেব। আমার সে সবে-ধন-নীলমণিকে এখানে আনলে কি আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেম? চারদিকে মিউনিসিপ্যালিটীর লোকেরা দড়াদড়ি হাতে করে ষাঁড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার সে বুড়ো এঁড়েটাকে দেখতে পেলে তখনি তারা গ্রেপ্তার করে স্ক্যাভেঞ্জারে জুতে দিত, তাহলে এ বুড়ো বয়েসে আমার হাড়ীর হাল হত। একেত নন্দী সিদ্ধির কুঁড়ি ও নিমের নাড়্‌না ভুলে এসে আমায় নাকাল করেছে, সম্বিত বিনে প্রাণে আর সম্বিত নাই। গিন্নি! যদি জোগাড় যাগাড় করে কোন গেরস্থর ঘরে ঢুকে একখানি শিল যোগাড় করে খানিক সিদ্ধি বেটে দাও তাহলে প্রাণ বাঁচে, গা হাত পা কামড়ে এবার হাড়-মড়মড়ানির ব্যায়রাম হল দেখছি।

ভগবতী। তোমার কপালে আগুণ, ছাই মেখে মেখে কি ছেয়ের কথাই শিখেছেন! অঙ্গ একেবারে জল হয়ে গেল। মিন্সের সঙ্গে ছুটে ছুটে ওপরটান ধরে এখানে হাঁফ ছাড়তে এলুম, রসের কথা কয়ে প্রাণ শীতল করে দিলেন। যাওনা, তোমার পেয়ারের কুচনিপাড়ায় যাও, তারা কদর করে ভাং

খাইয়ে তোমায় আগড়ভোম করে নাচাবে! আমার যেমন কপাল, ঘরেও ভাত নেই, মনেও সুখ নেই, চোখ-খেকো বাপ মা একটা খেপা শ্মশানবাসীর হাতে দিয়ে রুদ্রাক্ষসার করেছে! তাই ছাই সে নিজস্ব হয়ে বশে থাকে, তবুও মনকে প্রবোধ দিতে পারতেম। ইনি মহাযোগী, ঘরকন্নায় কিছুই মনোযোগ নেই, কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ান আর সতীনকে মাথায় করে আমার হেনস্থা করেন। মিন্‌সেকে সাপেও কাটেনা, বাঘেও খায়না, বিষ খেয়েও মরেনা! আমি নিজে একবার মরে কেমন নাকাল করেছিলুম? এবার কলকেতায় পৌঁছুলে হয়, গঙ্গার পার হয়ে কালীঘাটে লুকিয়ে তোমার মজা দেখব!

মহাদেব। তোমার পায়ে পড়ি দেবি! বুড়ো বয়েসে আর আমায় দুঃখ দিওনা। আমি এই জন্যেইতো তোমায় সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে চাইনি! যে দুই ছেলে বিইয়েছ, তাদের জ্বালায়তো রাত দিন জ্বালাতন পোড়াতন হচ্ছি! কার্ত্তিকে বেটা তো ক্ষুদ্র নবাব, খোষপোষাকে বাহাল-তবিয়াতে কেবল ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ায়; ঘরে ভাত নেই, তায় তার ভ্রুক্ষেপ নেই, সরিফান্ মেজাজে কালাপেড়ে কাপড়ের লম্বা কোঁচা উড়িয়ে ফটিকচাঁদা সেজে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। আর ঐ হাতী মাথা গণশা বেটা দিনরাত সিদ্ধি খেয়েই ভোর, কয়েফে কায়দা কানুন নেই, বুজ্‌রুকিতে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে "সিদ্ধিদাতা" খোষ নাম জাহির করছেন।

ভগবতী। তুমি আমার যেঠের বাছাদের অমন করে গাল দিওনা। তারা নবাবী করুক আর যাই করুক, তোমার ঠেঁয়ে কাড়িপাতিও চায়না, তোমার কিছু ওড়ায়ওনা, তারা তোমায়

মুখ ঝামটা সবার কি ধার ধারে? ফের যদি তাদের কিছু বলবে তো টের পাবে!

মহাদেব। কেন, কার্ত্তিকের ময়ূর লেলিয়ে আমার সখের সাপগুলোকে খাইয়ে দেবে নাকি? না গণেশের ধেড়ে ইঁদুর ঠেকিয়ে দিয়ে আমার ভিক্ষের ঝুলির চাল সাবাড় করে দেবে? যাক্, ও বাজে কথা নিয়ে বিতণ্ডায় আর কাজ নেই। নন্দি! সম্বিত পানের তো কোন যোগাড় দেখতে পাইনি, এক ছিলিম তুরিতানন্দ সেজে দাও, টেনে কলকেতার দিকে যাওয়া যাক।

নন্দী। যে আজ্ঞে প্রভু।

(গাঁজা সাজিয়া মহাদেবকে প্রদান)

(গীত)

বব ব্যোম ব্যোম ব্যোম
বব ব্যোম ব্যোম ব্যোম,
হর হর হর হর ব্যোম ব্যোম ব্যোম।
জয় জয় রাম জয় জয় রাম বাজরে তম্বুরা,
সপ্তস্বর বোল হরি-হর হর্‌দম্।
তাদের তিনে এক, দোনো নারে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

(শীর্ণকায় জীর্ণবাস কৃষকগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাপ্‌রে বল্‌ পালিয়ে বাঁচি কোন্‌ দেশে।
দিনান্তে পাইনা খেতে, খাজনা দেব আর কিসে ॥
কলি-রাজার নাইক হায়া নাইক মায়া,
নাইক ধরম নাইক দয়া,
হাড্ডি সার নীরস প্রজার ঘাড্ডি ভেঙ্গে রক্ত শোষে
নরমের বাঘ এনারা, আস্ফালনে করেন সারা,
শক্তর কাছে ভণ্ড ভক্ত
দোহাই দিয়ে পা পরশে ॥

(জনৈক ফাঁড়ীদারের প্রবেশ)

ফাঁড়ীদার। এ বদ্‌মাস খানাবদোষ্‌! সোর মাচাতা কোন্‌ মত্‌লবমে? হাম দেখতে হেঁ তোমলোক বদ্‌মাস ডাকু, কোহিকো দৌলৎ লুঠ্‌নেকো ফিকির করতে হেঁ। চল্‌বে চল্‌ থানেমে চল্‌, মাজিষ্টর সাব্‌কো পাশ হাল মালুম কর্‌দেঙ্গে।

[প্রহার করিতে করিতে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হালিসহরের রাস্তা।

(কতকগুলি গ্রাম্য স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

(গীত)

কোন্ পাপে পাই দারুণ তাপ বাপ্‌রে বাপ্ !
পেটের জ্বালায় মরছি কেঁদে,
আবার হুজুগ-রোগের একি দাপ ॥
শুনছি বোম্বে হতে রোগ আমদানি,
বাঙ্গলা দেশে কেউ দেখেনি,
তবু বাড়াতে নিজের কারদানি,
পোড়া ডাক্তারে করে টানাটানি ;
পোড়ায় শাল-দোশালা খাট-বিছানা,
ঝুলি কাঁথা কিছু বাছে না,
শেষে ফস্ত খুলে মস্তারাম,
ঘুচায় রুগীর জন্মের পাপ।
দোহাই দোবার ঠাঁই যে না পাই,
কারে জানাই মনের তাপ ॥

(জনৈক ইংরাজ ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। এ! তোমলোককো বদন্ পর্ তাপ উঠতে? মুড়্ কুড়্‌তে? দেমে দরদ মালুম হোতে? হ্যালো! তোম্‌রা হাতিয়ামে বড়া ভারি গ্ল্যাণ্ড (gland) উঠা দেখতে, Bubonic

fever ! Bubonic fever ! ঠাড়ি রহো। এ Compounder ! পাকড়ো পাকড়ো ! আসামীকো ভাগনে মৎ দেও, হাম্ operate কর্কে উসকো লহু টেষ্ (test) করেঙ্গে।

স্ত্রীগণ। বাবারে খেলেরে মাল্লেরে !

[প্রস্থান।

ডাক্তার। এ Compounder ! রোকো রোকো, ডাণ্ডা লাগাও, ভাগ্নে মৎ দেও ! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনোদ্যোগ)

(জনৈক প্রতিবেশী যুবকের প্রবেশ)

যুবক। Rascal ! We are tired of your frequent brutalities. If you stir an inch again, I will knock down your head and examine your deranged brain wherein germinates the mania of Bubonic fever.

ডাক্তার। Ah ! I see this is an obstruction to my frenzy. Wretch ! I'll soon have an end of your impudence —Constable ! Constable !

যুবক। Hang your Constable, you naughty devil ! I will sing and ring throughout the land "Fiat Justitia luet celum !"

[প্রস্থান।

ডাক্তার। Constable—Constable—

নেপথ্যে যুবক। Howl, howl you old fool and bark and bark and bark like a Pariah dog—no one would attend to your call and not a mouse would stir ! Better

walk and walk and walk like the Wandering Jew—on your fantastic head the Adam's mug.

[ইংরাজ ডাক্তারের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ত্রিবেণী—গঙ্গাতীর।

(কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং ব্রাহ্মণগণ আসীন)

জনৈক ব্রাহ্মণ— (গীত)

আমি কার কাছে জুড়াব,
হায় হায় বয়েস দোষে কতই সব।
অভাগার কপাল গুণে, প্রতিবাদী আপন জনে,
মিলে ছজন, করে জ্বালাতন, বারণ না শোনে ;
ইচ্ছা হয় যে ভেসে পড়ি,
প্রাণের দায়ে করতে নারি,
অতল জলে পড়ে কি শেষ প্রাণ হারাব॥
ভরা গাঙ্গে জোর যে ভারি,
সামলায় কেবা সাঁড়াসাঁড়ি,
ঢেউ দেখে যে ভয়ে মরি,
ভাঙ্গা নায়ে কে দেয় পাড়ি,
এমন কাণ্ডারী বা কোথায় পাব !

সুজন কাণ্ডারী বা কোথায় পাব!
নিপুণ কাণ্ডারী বা কোথায় পাব!!

প্র-স্ত্রীলোক। আ মরণ! গানের ছিরি দেখ! বুড়ো হয়েছেন, টিকিতে যুথকাঠ বাঁধা কাছা ধরে যমরা টানাটানি কচ্চে তবুও সকের প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্ছে! যোগে নাইতে এসে বুড় মিনসের গঙ্গাস্তব গেল, ঠাকুরদের নাম গেল, বিদ্যেসুন্দরের টপ্পা গাইছেন! এঁরা আমাদের দেশের অধ্যাপক ভট্চায্যি।

দ্বি-স্ত্রীলোক। ও বোন্! ঐ বামনগুলোইতো সকল কুকর্ম্মের মূল! ধনের লালচে কড়ি-পিশেচেরা কোন কুকাজে পেছপাও হয়না।

তৃ-স্ত্রীলোক। আর শুনিছিস? কলকেতার একজন অধ্যাপক ভট্চায্যি সাহেবদের পেয়ারের লোক হবে বলে কুকুরের মতন তাদের পাতের এঁটো খানা খায়?

প্র-স্ত্রীলোক। হাঁ বোন্, সেদিন ওঁর কাছে শুনছিলুম বটে। সে মিন্সে নাকি সাহেবদের সঙ্গে হাওয়া খেতে কি একটা পাহাড়ে গিয়ে বড় ঢলিয়েছে!

দ্বি-স্ত্রীলোক। কেন হাওয়া খেতে পাহাড়ে গেল কেন? আর কি কোথায় হাওয়া নেই?

তৃ-স্ত্রীলোক। ওলো তা নয় তা নয়। আজকাল বাবুদের পাহাড়ে হাওয়া খাওয়া রোগ হয়েছে। সাহেবরা বাবু-গোছের হিঁদুদের খাবার ও সাহেবদের খাবার আলাদা আলাদা হেঁসেলের বন্দোবস্ত করেছে। ঐ ভট্চায্যি মিন্‌সে বাঙ্গালা

খানায় মন উঠল না বলে সাহেবদের সঙ্গে মিশে গেল। একটা হেঁসেলের সাহেব তার সঙ্গে রগড় করে তার হাত ধ'রে যে গানটী গেয়েছিল আমাদের তিনি সে গানটী আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন।

প্র-স্ত্রীলোক। কি গান ভাই কি গান? বল্‌না শুনি।

তৃ-স্ত্রীলোক। দূর পোড়ারমুখী! এত লোকের সামনে মেয়েমানুষ গান গাইব কেমন করে?

দ্বি-স্ত্রীলোক। মেলার ঠেলায় নাটঘাট হয়ে যখন ভিড়ে নাইতে চলিছিস তখন আর একটা রগড়ের গান গাইতে পারিসনি? ডুবে জল খেলে শিবের বাপেও টের পায় না, গোলে হরিবোল দিলে কে শুনতে পায়? আর এত ভিড়ের মধ্যে তোমায় কেইবা চিনবে যে তুমি অমুক লোকের মেয়ে অমুক লোকের বউ এখানে এসে গান গাচ্ছ? যতক্ষণ আমরা অন্দরে বন্ধ থাকি ততক্ষণই আমাদের আবরু একবার বাইরে বেরুলে আমাদের আর পায় কে? ষাঁড়িনীর মতন ধাওয়া করে ধাক্কা দিয়ে পুরুষগুলোকে হুড়িয়ে ঠেলে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াই। কি গান শিখিছিস ফাঁকায় গেয়ে ফেলে আপনার পেট খালাস কর্ আমাদেরও হাসিয়ে মেরে ফেল্ আর ঐ জামাজোড়া-পরা ভেকো পুরুষগুলোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দে।

তৃ-স্ত্রীলোক। তোরা ভাই আমায় পাগল পেয়েছিস নিতান্ত ছাড়বিনি? তবে শোন্। সেই হেঁসেলওলা সাহেব সেই টিকিওলা অধ্যাপকটাকে চোঙ্গার বাঁদর সাজিয়ে তাকে টিকি ধরে নাচাতে নাচাতে এই গান গেয়েছিল—

(গীত)

Impudent offspring of a low Brahmin !
Adroit hypocrite, Hindu erudite, glutton so mean !
If nothing would cost you to cast off caste,
Smash orthodoxy, be at once an outcast !
Then pooh pooh to *sooktani*,
Soak soup molecktani,
Drink Brandy-*pani*, cross *Kala-pani*,
Bid adieu to your old *grihini*,
Jump and dance—there is a chance—
Sing and sink—swoon soon on the bosom of syren !!

(জনৈক মাতাল ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

মাতাল।— (গীত)

মাইরি বলছি সোণামুখী তোরে বড় ভালবাসি।
নইলে কিলো এ ভোর বেলা,
মজা ছেড়ে নাইতে আসি॥
ফাঁকায় ঢুকে রান্নাঘরে, শিকে হতে হাঁড়ী পেড়ে,
ঢাকন্ খুলে টকের মাছ সব,
এনেছিলেম চুরী করে,
বুঁদ হয়ে প্রাণ বাঁধা-নেশায়,
চোখ বুজে কাল কাটাই হাসি॥

ঘর কন্নাতো সব পুড়িয়েছি,
মাগ ছেলেকে ভাসিয়ে দিছি,
তুই নাইতে এলি ফেলে মোরে
চিকণদাঁতে দিয়ে মিশি,
তাই বক্‌নাহারা এঁড়ের মতন
খুঁজতে তোরে ছুটে আসি ॥

সোণামুখী বল্লে আজ অৰ্দ্ধোদয় যোগ, গঙ্গা নাইলে চার চোদ্দং ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার হবে আর নিজের সকল পাপ কেটে যাবে। বাবা! আমার চোদ্দপুরুষকেতো হাড়ি মেথর মুদ্দফরাস রাতদিন উদ্ধার কচ্ছে—আমার সোণারতো একবারও আমার বাপ চোদ্দপুরুষ উদ্ধারে মুখ কামাই নেই। তবে আমোদ ছেড়ে ভোরের বেলা কোমর বেঁধে জলে ডুবে সে হরির-খুড়ো বেটাদের কি আর উদ্ধার করতে যান! তবে সোণামুখীর চাঁদমুখের কথাটা রাখবার জন্যে ছড়তে পুড়তে এ ভোরবেলা নাইতে ছুটে এলেম। যদি তার শ্রীমুখের কথা সত্যি হয়, এস্তকনাগাদের সকল পাপ কাটবে, বাপ চোদ্দপুরুষও উদ্ধার হবে।

[স্নান করিতে গমন।

প্র-স্ত্রীলোক। (স্নানান্তে) পিশ্‌ঠাক্‌রুণ! রোদ উঠলো, চল বাছা, এই বেলা বাড়া যাই, নইলে তিনি রাগ করবেন।

দ্বি-স্ত্রীলোক। হাঁ চল, আমাকে গিয়ে আবার কুঠির রান্না রাঁধতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কলিকাতা—গোয়ালাপাড়া।

ড্রেণেজের ঝাঁঝরির মুখে মহামারী আপন কক্ষ হইতে
প্যাণ্ডোরা-বাক্স খুলিয়া একটী খালি শিশি
লইয়া যত্নে ছিপি বন্ধ করণ।

(কলির প্রবেশ)

কলি। ওরে হতভাগা, তুই আপনার কাজ ছেড়ে ড্রেণের ধারে বসে কি বাঁদরামি করছিস ?

মহামারী। বড় বাঁদরামি নয় মহারাজ! সব শুদ্ধ সাবাড়ের যোগাড় কচ্ছি। মট্‌কায় আগুন না ধরালে কি শীগ্‌গির ঘর ছারখার করা যায় ? সদাশয় রেল কোম্পানীর দয়ায় জল নিকেশের নালা ডোবা বন্ধ করে ম্যালেরিয়া রোগের জন্ম দিই। বেটা বড় চৌকশ ছেলে, জন্মেই অঞ্জনানন্দনের মতন লাফিয়ে একেবারে স্থাি মামাকে গেলবার মতলব করেছিল। উলোয় তার বাল্যলীলা সেরে, রাঢ় বঙ্গ সমস্ত বাঙ্গলা দেশটাকে হায়রান পেরেসান করে তুলেছে। মাঝে মাঝে বদ্‌খত্ কুইনাইনটা, ডিঃ গুপ্ত, বিজয়া-বটিকাটা গিয়ে বেটাকে এক একবার তাড়া লাগায়, কিন্তু সে কি তা শোনবার ছেলে ? আপনার সঙ্গী জ্বর পিলে যকৃৎ অগ্রমাসদের এগিয়ে দিয়ে সারা-বাঙ্গলা হিজলি কাঁথি করে তুলেছে। ছেলে, জোয়ান, বুড়োর সব একধারা, সকল বেটাই চিঁ চিঁ কচ্ছে, কারুর কোমরে বল নেই, হাই তুলতে চোয়াল আটকায়।

কলি। আরে, সেতো আমি জানি, রেলওয়ে আমলাদের পরামর্শ দিয়ে, জল নিকেশের পথ বন্ধ করে, মতলব হাসিল করিছি; তুই বেটা এখানে বসে কি কচ্ছিস তা বল্?

মহামারী। আজ্ঞে সেই কথাইতো নিবেদন কচ্ছি। সে ম্যালেরিয়া কলকেতার মিউনিসিপ্যালিটীর স্যানিটারীর জোরে বড় এগুতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটীর বাহাদুরীতে এই ড্রেণের মধ্যে এক রকম নূতন ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়েছে, সেই ভূতটাকে শিশির মধ্যে ঢুকিয়ে ছিপি এঁটে রাখছি, সময় পেলেই মহল্লায় মহল্লায় ছেড়ে দিয়ে দোপট্টি মাঠ করে দেব।

কলি। বেশ, বেশ, মন্দ মতলব নয়। আমি ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য রক্ষার কর্ম্মচারীদের ভুসীপোরা মাথায় "বিউবনিক ফিবারের" ফিন্‌কি ছেড়ে এমনি মজা খেলিছি, যে বোমার বাণ্ডিলে আগুন দিলে যেমন সব তোলপাড় ছারখার করে, সেটাও তেমনি রাজার জোরে ঘর-পোড়ার মতন তার দলবলের লোকগুলোর মুখ পুড়িয়ে দিয়ে, হোসেন খাঁর মতন এই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় বাস্নন্দেদের কষ্টের টাকা বোম্বাটে উড়িয়ে দিচ্ছে। ধাপায় হাঁসপাতাল—ধাপায় শ্মশান ঘাট,—গঙ্গা বেটী ভারত ছাড়া হবার আগেই তার মাহাত্ম্য লোপাট করে দিয়ে, লোকগুলোকে কুম্ভীপাকে ফেলব।

মহামারী। তবেতো হুজুর, এবার আপনার বাজী ভোর, পুরোজোরে রাজত্ব করবেন!

কলি। দুর্ভিক্ষকে মহাজন সাজিয়ে, দেশের গোলাগঞ্জ লুটে বাইরে চালান দিয়ে, এখানকার লোকদের জন্যে বুড়ো আঙ্গুল নাড়তে বলিছি। এ বিষয়ে এখানকার রাজপুরুষেরা আমার

বড় সাহায্য কচ্ছে। ফ্রি ট্রেড্ বজায় রাখবার মতলব, তাদের মাথায় ঢুকিয়ে এই মজা খেলিছি।

মহামারী। আপনার ডাইনে বাঁয়ের চিনির নৈবিদ্যি মদিরা ও অনাচার সহরে কি কচ্ছে?

কলি। তারা একাকার মেজমার করে সহর জজিয়ে দিলে—হাড়ী শুঁড়ী বেণে বামুন একপাতে খায়, নবী, পীরু, নিগুমগ্, কুশো কেওরা ও ইদে মেথর হোটেলওলাদের দোকানে অনেক বাবুভায়াকে দুবেলা পাত পাড়ায়। মামার দোকানে দিনের বেলা দাঁড়াভোগ মারতে কেউ আর পেছপাও হয় না, সারারাত্রি পাছদোর দিয়ে রপ্তানির কামাই নেই। এই বড় দিনের মেলায় বাবুবিবিদের ঠেলায় ম্লেচ্ছ যবনগুলোর খোষ খানায় আকাল করে তুলেছে। শুনছি নাকি, এবার সহর দেখতে তিন বেটা বোসপুরোণো আদ্যিনাথ, গদ্দি করতে স্বর্গে থেকে বেঁড়ে চিলের মতন, বাহন ছেড়ে পাঁওদলে এসেছে; সহর কোটালকে খবর দিয়ে বেটাদের "রসিয়ান্ স্পাই" বলে ধরিয়ে দিয়ে রগড় বাধাইগে। তুই বেটা ততক্ষণ দেশবিদেশ থেকে তরবেতর রকম রোগের আমদানি করে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে কুলোঝাড়া কর্।

মহামারী। যে আজ্ঞে হুজুর! আমার এই পেঁট্রার মধ্যে যে গুলিকে পুষে রেখেছি, এর এক একটী দিক্‌পালের ক্ষমতা রাখে। আপনি চিন্তিত হবেন না, আমিও সাজ সরঞ্জামে পুরো যোগাড়ে বেরিয়েছি।

কলি। দেখ্, উড়ে নেড়ে মগ্ চীন্ ছাতুখোরদের চত্বরে আগে ঢুকিস, তারপর বাঙ্গালীটোলা। মাঝে মাঝে এক একটা

সাহেব সুবোর ঘরে ঢুকিস, নইলে আগেভাগে সরপট সাহেব-টোলায় ঢুকলে কৌশলে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। যা বল্লেম, তাই কর্‌গে যা, আমি সেই বুড়ো তিন বেটাকে কলকেতা থেকে তাড়াবার ফিকির করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কালীঘাট—নাটমন্দির।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বলি ভায়া হে! বরুণের হুজুগে ম্লেচ্ছদের রাজধানী দেখতে ঘরবাড়ী ছেড়ে হুড়তে পুড়তে এই দূর দেশে এসেছি। সহরে যা দেখলেম, তাতো সবই আমার অনাস্থ বলে বোধ হচ্ছে; বিশেষতঃ আমার গঙ্গা মায়ের দুর্দ্দশা দেখে আর একদণ্ডও এখানে প্রাণ তিষ্ঠুচ্ছেনা। মাকে আমার বেটারা একেবারে হাতে গলায় বেঁধে ফেলেছে, শীগ্‌গির মাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

বিষ্ণু। দাদা মহাশয়! গঙ্গা দেবী সক করেতো আপনার কমণ্ডলু থেকে তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে হতচ্ছাড়া ভারতবাসীদের উদ্ধার করতে ব্রহ্মলোক থেকে এখানে এয়েছেন, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফলভোগ করুন! দুনিয়ার জীবকে উদ্ধার করতে এয়েছেন, কিন্তু আপনার প্রাণ নিয়ে এখন টানাটানি! কলির

রাজত্ব, আমরাই প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছি, গঙ্গা মেয়েমানুষ, কি বলে এখনও এখানে রয়েছেন বলুন দেখি? যাক, ও কথা এখন যাক। আমাদের প্রতিমেগুলোর মর্ত্তো দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখলেন তো? কোনটার নাক কাটা, কোনটার কাণ কাটা, কোনটার মাথায় ঢেঁকির পাড় পড়ে ডোবর হয়ে গেছে! চন্দ্রনাথে মেজদাদা স্ফূর্ত্তি করে আসর জারি করে বসেছিলেন, ঝুনো নারকেল ঠুকে চাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে, এখন নেপালে বরফ-জলে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা কচ্ছেন। আরঙ্গজীব বাদসাতো কাশী হতে তাঁকে তাড়িয়ে, তাঁর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করে দিয়েছে, তবু দাদার কাশীর উপর এমনি টান, নারায়ণেশ্বরের গহ্বরের নীচে পাতালপুরীতে একটা বাড়ী করে বাস কচ্ছেন, তাতো স্বচক্ষেই দেখে এয়েছেন। দাদাকে কলকেতা দেখবার জন্য কত অনুরোধ কল্লেম, বৌ-ঠাকরুণকে একলা ফেলে আসতে হবে বলে এলেন না। যাক্, আজ ক'দিন তো আমরা এই গো-খাদক মহাত্মাদের সহরে ঢুকে খেতে পাইনি, ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ ছটফট কচ্ছে, কিছু না খেলেতো আর বাঁচিনি। এখন খাইবা কি, আর কোথায় বা খাই?

ব্রহ্মা। তোমার খাবার বরং ঠাঁই আছে, অনেক জায়গায় তোমার মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু আমি বুড়োমানুষ, একেবারে মারা গেলেম। পৃথিবীতেতো আমার পূজোর পাটই নেই, তা খাই কোথা বল?

বিষ্ণু। দাদামশাই! তবে চলুন, যোগেযাগে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছান যাক, সেখানে আট্‌কে বাঁধা, খাবার অভাব নেই।

ব্রহ্মা। তা এতদিন যখন অনশনে কেটেছে, আরও দু এক-

দিন থেকে সহরটা ভাল করে দেখে, তারপর আত্তি পূরে সেখানে প্রসাদ পেয়ে স্বর্গে চম্পট দেওয়া যাবে।

বিষ্ণু। আর কি ছাই দেখবেন বলুন! গো-হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, অখাদ্য-ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের যজনযাজনহীনতা, ধর্ম্মদ্বেষী দেবদ্বিজদ্বেষী জজমানদের তাচ্ছীল্য দেখতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

ব্রহ্মা। ভায়া, এ সবগুলিতো তোমারই নিয়মে হয়েছে! চারযুগের ভার চারজনকে দিয়ে, যুগ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করাচ্ছ! এখন আর ক্ষোভ কল্লে কি হবে?

বিষ্ণু। দাদামশাই! একাকারের এখনও অনেক বাকী, কিন্তু এরি মধ্যে এত বাড়াবাড়ি হবে তা আগে ঠাওরাইনি। সেদিন হেদোর ধারে বালকদের বিদ্যালয়ে বড় বড় জুড়ি গাড়ীর আমদানি দেখে, পাশ কাটিয়ে ঢোকবার প্রয়াস করেছিলেম, কজন শিখের কথায় শিউরে পেছু কাটিয়ে পালিয়ে এলেম।

ব্রহ্মা। কেন কেন? দেখতেইবা গেছলে কেন? আর ফিরেইবা এলে কেন? শিখেরাই বা কি বলেছে?

বিষ্ণু। তারা বিদ্যালয়ের সামনে গাড়ীর ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে একজন তাদের দলকে জিজ্ঞাসা কল্লে "এ ভাই! হিঁয়া ক্যা হোতে? বড়ি বড়ি বগ্‌গি খাড়া হায়, কুচ্ ভাড়ি কারখানা হায়?" তাদের দলের আর একজন বল্লে "আরে নেই নেই, কারখানা উরখানা কুচ্ নেই, ফিরিঙ্গীলোক হিঁয়া গোলামবাচ্ছা কো পৈড়্ বানাতে।" আমি সে কথা শুনে, বাঙ্গালীদের দুর্দ্দশা চিন্তা করে দুঃখে অধীর হয়ে সেখান থেকে চলে এলেম!

(মন্দির ভিতর হইতে মহাদেব, ভগবতী ও নন্দীর প্রবেশ)

মহাদেব। আস্তে আজ্ঞা হোক দাদামশাই! এস ভাই এস।

বিষ্ণু। মেজদা, আপনি কোথা থেকে এখানে এলেন?

মহাদেব। তোমরাও যেখান থেকে আমিও সেইখান থেকে। কাশী থেকে তোমরা কলকেতা দেখতে এলে, ভগবতী আসবার জন্য বিষম আবদার করতে লাগলেন, কাযেকাযেই আমাকে সঙ্গে করে আনতে হ'ল।

ব্রহ্মা। কিসে এলে ভাই?

নন্দী। আসবেন আর কিসে? বরাবর পা-গাড়ীতে। রূপটে রূপটে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল, শেষে মায়ের মন্দিরে এসে হাঁফ ছেড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি। আজ কদিন ভোর-পুর দুবেলা খেয়ে, সকলের চেহারা শুধরেছে, একটু ভুঁড়িও নেবেছে।

বিষ্ণু। তা হবেই তো, অন্নপূর্ণা যখন সঙ্গে এসেছেন তোমাদের কষ্ট কি বল, আমাদের কেবল হাড়ীর হাল, কুত্তোর নাকাল! অন্নকষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, বৌ ঠাকরুণ! যদিও বেলার পরিষ্টি ভাত থাকে দুটী দাও খেয়ে প্রাণ তাজা করি। একবার চেয়ে দেখ—বড়দাদার ভোঁচকানি লেগেছে, আর দেরি-কোরনা, ঘরে যা আছে এনে ধরে দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাও। আমি পালাই পালাই কচ্ছিলেম, বড় দাদা স্তোক দিয়ে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমায় ধরে রেখেছেন।

ভগবতী। ঠাকুরপো, আজ ভাই তুমি কে আমায় বড় লজ্জা দিলে! এত রাত্রে এখন কোথায় কি পাই বল দেখি? ঘরে যা আমদানি আসে, হালদার পূজোরীতে আমার

চোখেও দেখতে দেয়না, টেনে নিয়ে ঘরে পোরে। এ স্থানটী আমার অনেকদিনের প্রিয় বলে, মায়ার দায়ে কখন কখন এসে থাকি, কিন্তু এখানকার অত্যাচারে তিষ্ঠুতে না পেরে, আবার পালিয়ে যাই। আমাকে শুকিয়ে রেখে রেখে পাথুরে গাই করে তুলেছে। ক্রমাগত ছুয়ে ছুয়ে বাঁট দিয়ে রক্ত বার করে দেয়, কখনও ভক্তি করে এক আঁজলা গঙ্গাজল কি এক মুঠো বেলপাতাও দেয় না। যাহোক তোমরা এসেছ, যদি মিষ্টান্ন খাও, নন্দীকে পাঠিয়ে এখনি কারো ঘাড় ভেঙ্গে আনিয়ে দিই।

বিষ্ণু। না বৌ-ঠাকরুণ, তা হবেনা, কদিন ছাই মিষ্টান্ন খেয়েই দিন কাটিয়েছি, ভাতের জন্য আজ প্রাণটা টা টা কচ্ছে। যদি একটু মাছের ঝোল আর চারটী গরম ভাতের যোগাড় করে দিতে না পার, নিদেন ভাতে ভাত চাপিয়ে দাও।

ভগবতী। চাপাব কিসে? ঘরে যে চাল বাড়ন্ত! ঐ মন্দিরের কোণে শুধু একটা কয়লা পড়ে রয়েছে।

বিষ্ণু। অন্নপূর্ণার ঘরে চাল নেই, আমাদেরও অদৃষ্টে ভাত নেই!

মহাদেব। নন্দী! আমার ভিক্ষের ঝুলিটা ঝেড়ে দেখদেখি বাবা, যদি ঝট্‌তি পড়তি দুটী পাওয়া যায়।

নন্দী। আজ্ঞে, আপনার ঝুলির চাল গণেশদাদার বাহনে নিকেশ করেছে। আর এখানে এসে বদ হাওয়ায় বড় অম্বলের দোষ জন্মেছে, আমি রোজ সকালে তাই এক মুটো করে চাল খেয়ে থাকি। দেখি, যদি মুটো পাঁচ ছয় চাল সিদ্ধির ঝুলির কোণে পড়ে থাকে।

ভগবতী। ঠাকুরপো! ঐ যে লোকে বলে "অদৃষ্টে কয়লা

ভাতে, বিচি গজগজ করে তাতে," বোধ হয়, তোমাদের ভাগ্যে আজ তাইবা ঘটে। কিন্তু এ রাত্রে তেল নুন মেলা ভার।

বিষ্ণু। আর তেলনুনে কাজ নেই, ফেনে-ভাতের জাবনা পেলে এখন প্রাণ বাঁচাই।

ভগবতী। তবে ভাই আমি এখন তোমাদের রন্ধনের উজ্জুগ করতে চল্লেম। নন্দী! তুই বাবা এক কাজ কর্, মালাপাড়ায় ঢুকে একখানা খেপলা জালের যোগাড় করে আন্, এই মন্দিরের পূবধারের এঁদো পুকুরটায় মাথা ঘুরিয়ে এক খেপ ফেল্লে, দুটো একটা শোল নেটা মিলতে পারে। আজ শনি-বার, মাছপোড়া-ভাত খেলে ঠাকুরপোর শনির দশা কেটে যাবে, আর গণ্ডকী শিলায় পাথর কাটতে হবে না।

বিষ্ণু। যখন অন্নপূর্ণার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, তখনি আমার শনির দশা কেটে গেছে।

মহাদেব। বৌ, আর কথার মারপ্যাঁচে মিছে কাল্ কাটিওনা। এঁরা ক্ষিদেয় আকুল হয়েছেন, শীগ্যির চারটী ভাত চড়িয়ে দাও। আমি সন্ধ্যের সময় দেখিছি, রান্নাঘরের কোণে কলাপাতে নুন আছে, একটা নূতন হাঁড়ীও আছে, আর ঐ রোয়াকের ধারে পাথুরে কয়লাও পড়ে আছে দেখিছি।

ভগবতী। তাতো সব আছে, এখন আগুন পাই কোথা? দেশলাই যে নেই?

মহাদেব। আমি চকমকি ঝেড়ে শোলার আগুনে গাঁজার দম মেরে এখনি আগুন জ্বালিয়ে উনুন ধরিয়ে দেব, না হয় আমার কপালের আগুন থেকে পাথুরে কয়লা ধরিয়ে নাও। বড়দাদার কমণ্ডলুতে গঙ্গাজলও আছে, যাও চাপিয়ে দাওগে

খাওয়া দাওয়া চুকলেই উইল্‌সন্ হোটেলের জমজমাটী সাজানটা একবার দেখিয়ে আনব।

[ভগবতী ও নন্দীর প্রস্থান।

বিষ্ণু। ভাল কথা মেজদা মনে করে দিয়েছেন। সাহেবদের এই সময় নাকি বড় থিয়েটারের ধূম হয়? শুনছি খৃষ্টমাস প্যাণ্টোমাইমে তাদের বড় ঘটার আয়োজন! আমি কখনও দেখিনি, ইচ্ছা হচ্ছে যে কাল সবাই মিলে দেখব। টিকিটের দাম কত?

মহাদেব। ক্ল্যাশ বিবেচনা করে—এক টাকা, দুটাকা, তিনটাকা, চারটাকা, এক একটা বক্সের দাম চোদ্দটাকা, রয়েল বক্স একশ টাকা হলে রিজার্ভ করা যায়।

বিষ্ণু। বটে বটে? আমরা কজনে তবে তাদের রয়েল বক্সে বসে কাল থিয়েটার দেখব।

ব্রহ্মা। টাকা দেবে কে?

বিষ্ণু। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। কুবেরের কাছে হ্যাণ্ডনোট কেটে নেব। টাকার ভাবনা কি?

ব্রহ্মা। অ্যাঃ! ভায়া! সংসর্গ দোষে তোমার চাল বিগড়েছে দেখছি। কাপ্তেন বাবুদের মতন তুমি এখানে এসে হ্যাণ্ডনোট কাটবে? বৌমা বড় চঞ্চলা! একথা শুনলে রাগ করে তোমায় ছেড়ে চলে যাবেন।

বিষ্ণু। এখন এ বয়েসে রাগ করে আর কোন চুলোয় যাবেন?

ব্রহ্মা। যাবেন বলছ কি ভায়া! তাঁরকি যাবার ঠাঁই

নেই? এই ম্লেচ্ছরা যতই দুষ্কর্ম্ম করুক না কেন, বৌমার প্রিয় ভক্ত। তাদের সকলকার উপরেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। তারা দিনরাত তাঁর আরাধনা কচ্ছে, অবসর পেলে তাঁকে ভুলকুমিতে ভুলিয়ে জাহাজে তুলে সমুদ্রপারে নিয়ে গিয়ে এখনি তোমার এই সোণার ভারতকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করে দেবে।

বিষ্ণু। তবে দাদা মশাই একথা চেপে রাখুন, সোর সরাবৎ করবেন না, তাঁর চর চারদিকে আড়ি পেতে থাকে। যতক্ষণ না বৌঠাকরুণের রান্না শেষ হয়, চল ততক্ষণ আমরা কালীঘাটটা একবার বেড়িয়ে আসি।

সকলে। সেই ভাল, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রঙ্গমঞ্চ

ইঙ্গিতাভিনয় ও রঙ্গিণীদিগের নৃত্য।

দশম দৃশ্য।

ইডন্‌পার্ক

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, নন্দী ও ভগবতীর প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বাবা! অদ্ভুত কারখানা দেখে আমি হকচকিয়ে গেছি!

মহাদেব। আমিতো সিদ্ধি খেয়ে অপরূপ ব্যাপার দেখে একেবারে ভোমা মেরে গিয়েছিলেম। ভগবতী ফেয়ারীদের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য ফুকলি কাটাবার উদ্যোগে ছিলেন, ছোট ভায়া সাধ্যি সাধনা অনুনয় বিনয় করে, তাঁকে আটকে রেখেছেন।

নন্দী। যাহোক ছোটঠাকুর! আমি জানতেম যে তুমি বড় চালাক চতুর, দেবতারা কোন বিপদে পড়লে তোমার পরামর্শ নিয়ে তরে যায়, কিন্তু এখানকার একটা সামান্য পকেট-মারা কারদানি দেখিয়ে তোমার নোট চুরী করে বেমালুম চম্পট দিলে?

বিষ্ণু। আমরা বাপু সাদাসিদে লোক, কলির বিজ্ঞানবিৎ চোরেদের অদ্ভুত কৌশলে তাই পরাস্ত হলেম। কিন্তু তুমি বেটা কি ভয়ানক কাজ করেছিলে বল দেখি? রাগের ভরে একটা হেঁড়ে মাতাল ষণ্ডা দেড়ে সাহেব-দস্যুকে এক ত্রিশূল ঘায়ে "পপাত ধরণীতলে" করে দিলে বাবা! ভাগ্যে আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেম, নইলে সারারাত লাল কড়ি-কাঠের নীচে, মাতাল চোর, খুনেদের সঙ্গে হাবু খুণতে হত। ম্লেচ্ছদের ছোঁয়া মুড়ি জলপান করে পেট টেলে পতিত হতে হত।

ভগবতী। যা বল আর যা কও, ম্লেচ্ছদের রাজত্বের বড় সুবন্দোবস্ত। এদের ফ্যাসান ও পসন্দ দেখে আমি তাদের উপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি যেন তারা দীর্ঘজীবী হয়ে ভারত রাজ্য অবাধে শাসন করে আপন আয়ত্বে রাখতে পারে। দেবাদিদেব! তুমি তোমার ঐ ঝাঁটার-গোছা-পারা মস্ত জটাগুলো মুড়িয়ে ফেলে গোলাপী নারিকেল তৈল

কিম্বা পি, এম, বাগচীর সুবাসিনী তৈল মাথায় মেখে বনেদী বিটকেল বোটকা গন্ধ ঘুচিয়ে দাও, বোস-পুরোণো উকুনগুলো মেরে ফেলে, বাঘের ছাল ও ত্রিশূল ফেলে দিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস ও ষ্টিক্ হাতে করে ফটিকচাঁদা সেজে পার্কে ইয়ার্কি দাওগে। বট্ ঠাকুরের ও নাউয়ের তম্বুর বয়ে বেড়ান উচিত নয়। দিব্যি চীনে পোর্সিলেনের কি ফ্যান্সী জাপানী মগ কিম্বা হ্যামিল্টনের তৈয়ারী খোসখৎ সিল্ভার-প্লেটেড্ ওয়াটার-জগ হাতে করে বেড়ান উচিত। আর ছোটঠাকুরপো, তোমার সাজ একরকম মন্দ নয়, তবে নন্দের বাধা বয়ে মাথায় যে টাক পড়েছে, পিমের পেরি-উইগ পরে শীগ্গির ঢেকে ফেল, আর ঐ তেকেলে বাঁশের বাঁশীটাকে ডাইভোর্স করে, হ্যারল্ডের দোকান থেকে একটা ফ্লুট কিনে, ফ্যান্সি ইয়টে চড়ে, ছারপোকার ঘর ঘাগরাপরা ভুঁড়ো আহীরিণীদের ছেড়ে, ফ্যাসানেবল্ ড্রেস্পরা বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীদের নিয়ে রঙ্গরস করগে, না হয় গহরজান্ এলাইজান্ সুবেজান্ লবেজান্ প্রভৃতি বাইজীদের কদরদান হয়ে আস্নাই করে মজগুল বনে যাও। আর আমি ক্রুস্মাস্ ড্রেস্ পরে, বেলভডিয়ার কি বড়লাটের বলে মাস্ক ড্যান্সে এনগেজ হয়ে আশাবাই নিবৃত্তি করিগে।

(জনৈক ইংরাজী সহর-কোতওয়াল ও কতকগুলি কনষ্টেবল পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

কোতওয়াল। Ha! Ha! I have hunted you at last, my galley-slaves! Here, in this solitary bush rest at

random my jail-birds. Constables! Constables! Come quick and play a winter game with these wild pheasants. I'll manage myself with that hen-pecked old cock—(নন্দীকে লক্ষ্য করিয়া) What a hideous feature is that ourang-outang in human shape! He has a very good cudgel in his hand, I see—just tie that ferocious baboon with a strong rope or chain—I'll make a present of him to the Chotto Lat in this Christmas Season and stall him in the Alipore Zoo.

(কনষ্টেবলগণের গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর)

বিষ্ণু। একি বিভ্রাট! আমি যুগে যুগে দুর্দ্দান্ত দানবগণকে দমন করে অবনীর ভার নিবারণ করিছি, দেবাদিদেব অনায়াসে দুর্দ্দমনীয় ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেছিলেন, আর ঐ রণচণ্ডী দুর্গা রক্তবীজ-কুলকে নির্ব্বীজ করেছিলেন, চণ্ডমুণ্ড নিপাত করেছিলেন, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করেছিলেন, এখন কালপ্রভাবে আমরা ফেরুপালের ভয়ে ব্যাকুলচিত্তে আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত!

(মহাদেবের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং প্রমথ পিশাচগণের আবির্ভাব। কনষ্টেবল পাহারাওয়ালা ও দর্শকবৃন্দের ইতস্ততঃ পলায়ন এবং পিশাচগণের অন্তর্ধান। দেবদেবীগণ স্ব স্ব বাহনে স্বর্গে আরোহণ।)

(অপ্সরাগণের আবির্ভাব ও নৃত্য গীত)

হুজুগের ভরে নবরাহা ধরে,
অমরে হায়লো মরতে এসে।
হ'য়ে খানে খারাব নাস্তা নাবুদ,
প্রাণ নিয়ে পালায় অবশেষে ॥
গেল রসাতলে জারি জুরি,
খাটলো নারে ভারি ভুরি,
করে দেবে নরে জোরজবরি, যুগের মাহাত্ম্যবশে ॥
কাজ কি করে কর্ম্মভোগ,
ছেড়ে দাওরে যাগ-যোগ,
দেও হরিসংকীর্ত্তনে যোগ—
কলি ঘেঁসবে না আর তোদের পাশে।
হরিনামের জোরে যাবি তরে ভবপারে অনায়াসে ॥

যবনিকা।